একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত হবে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
(ত্রাণ কর্মসূচি অধিশাখা-২)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১০.১৯.২০২ তারিখ ০৫ বৈশাখ ১৪২৬ ব. / ১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

বিষয়: গৃহহীনদের জন্য নগদ টাকায় দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ নির্দেশিকা-২০১৯।

ভূমিকা: ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিনিয়তই বাংলাদেশকে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিধস, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের মাত্রা প্রতি বছর আরো তীব্রতর হচ্ছে। পাশাপাশি অগ্নিকান্ডসহ মানবসৃষ্ট দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে। এ সকল দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহহীন হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। এক্ষেত্রে ঢেউটিন বরাদ্দ করা হলেও বরাদ্দ প্রাপকদের অনেকেরই বাস উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য থাকে না। গ্রামীণ এলাকায় এখনো অতি দরিদ্র (Hardcore Poor) জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের সামান্য জমি বা ভিটা আছে কিন্তু টেকসই গৃহ নেই। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত টি.আর/ কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের অর্থ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য দুর্যোগ সহনীয় ঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন, এ লক্ষ্যে "গৃহহীনদের গৃহদান" কর্মসূচির অগ্রাধিকার প্রদান, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার "আমার গ্রাম, আমার শহর" অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় যে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামান্য জমি বা ভিটা আছে; কিন্তু টেকসই ঘর নেই তাদের জন্য ৮০০ বর্গফুট জায়গায় (প্রায় দুই শতাংশ জমি) রান্নাঘর ও টয়লেটসহ একটি সেমিপাকা টিনশেড গৃহ (দুই কক্ষবিশিষ্ট) নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ যেমন সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিস্ক রিডাকসন (SFDRR) এবং এসডিজি (SDG) অর্জন সহজতর হবে। এ সকল গৃহে ভবিষ্যতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, সোলার প্যানেল সংযোজন ও গৃহ সংলগ্ন টয়লেট থাকার ফলে রাত্রিকালে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দ দ্বারা গ্রামীণ দরিদ্র গৃহহীন জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্যোগ সহনীয় গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার এ নির্দেশিকা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১। কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;
(খ) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকল্পে গৃহহীন পরিবারের জন্য টেকসই গৃহ নির্মাণ;
(গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
(ঙ) নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
(চ) গ্রামীণ এলাকায় শহরের সুবিধা প্রদান;
(ছ) এসডিজি এর ১৩ নং লক্ষ্য বাস্তবায়ন ও সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস।

অপর পাতা দ্র.

২। **কর্মসূচির উপকারভোগী:**

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকুলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে।

(ক) দরিদ্র গৃহহীন পরিবার যাদের কমপক্ষে ৮০০ বর্গফুট (প্রায় দুই শতাংশ জমি) পরিমাণ জমি রয়েছে অথবা উক্ত পরিমাণ জমি দান/ লীজ অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রাপ্ত হয়ে থাকলে সে সকল পরিবার উক্ত কর্মসূচির আওতাভূক্ত হবেন।

(খ) জমির সংস্থান সাপেক্ষে গৃহহীন হিজড়া, বেদে, বাউল, আদিবাসী/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রভৃতি সম্প্রদায় এ কর্মসূচির আওতায় আসবে।

(গ) গৃহহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, নদীভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন পরিবার, বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, প্রতিবন্ধীব্যক্তি ও পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবার অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

৩। **কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি:**

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ এ নির্দেশিকার ১০ নং ক্রমিকে বর্ণিত ছক মোতাবেক সুবিধাভোগী/ উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। এক্ষেত্রে নির্দেশিকার ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

(খ) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকাটির যথার্থতা যাচাই করে অনুমোদন দেবে।

(গ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপকারভোগীদের অনুমোদিত তালিকার কপি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবেন।

(ঘ) পিআইসি গঠনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসকের নিকট সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(চ) কাজ সম্পাদনান্তে জেলা প্রশাসকগণ বিস্তারিত পরিদর্শন করে সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজের সন্তোষজনক প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে প্রেরণ করবেন এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টি.আর/ কাবিখা-কাবিটা কর্মসূচির বিশেষ খাতের বরাদ্দকৃত নগদ টাকায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

(জ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে। জেলা প্রশাসক এ অর্থ চাহিদা অনুযায়ী উপজেলাওয়ারী উপ বরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ঝ) উপকারভোগী নির্বাচনের পর উপজেলা কমিটি ২০১৪ সালের টি.আর/ কাবিটা নির্দেশিকা অনুসরণপূর্বক গৃহ নির্মাণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়/ হিসাব সমন্বয় ও নিরীক্ষার জন্য বিল ভাউচার সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঞ) নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারের সদস্যদের গৃহ নির্মাণ কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ট) ১৯৮৮ সালের বন্যার বিপদ সীমার উপর পর্যন্ত মাটি ভরাট করে নকশা মোতাবেক ঘরের ভিটি প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে।

অপর পাতা দ্র.

৪। উপজেলা কমিটি:

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার- সভাপতি
(২) সহকারী কমিশনার (ভূমি)- সদস্য
(৩) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা- সদস্য
(৪) উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি- সদস্য
(৫) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- সদস্য
(৬) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা- সদস্য
(৭) উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী- সদস্য
(৮) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান- সদস্য
(৯) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা- সদস্য সচিব।

সভাপতি প্রয়োজনে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কোঅপ্ট) করতে পারবেন। তবে কমিটিতে কোন মহিলা সদস্য না থাকলে মহিলা কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) উপজেলা কমিটি সরেজমিনে যাচাই করে ইউনিয়নভিত্তিক উপকারভোগীদের তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন ও জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

(খ) অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(গ) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে ০২ (দুই)টি সভা অনুষ্ঠান করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

৫। জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি:

জেলা কর্ণধার কমিটি জেলা তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসুচির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবে।

(খ) কার্যক্রমের পরিদর্শন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি/ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে অবহিতপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঘ) সরেজমিনে পরিদর্শনে কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দায়ী ব্যক্তি চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ প্রদান করবে।

(ঙ) কমিটি প্রতিমাসে অন্তত: ০১ (এক) টি সভা করবে। কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজন অনুযায়ী সভা করবে।

৬। বিভাগীয় মূল্যায়ন কমিটি:

(১) বিভাগীয় কমিশনার- সভাপতি
(২) পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ- সদস্য
(৩) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার- সদস্য
(৪) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক- সদস্য
(৫) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) সদস্য সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) কর্মসূচির অগ্রগতির মূল্যায়ন ও মাঠ পর্যায়ে কাজের তদারকি।

(খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন।

(গ) কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাস অন্তর ০১ (এক) টি সভা করবে।

৭। **জাতীয় কমিটি:**

(১)	মাননীয় মন্ত্রী /প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-	উপদেষ্টা
(২)	সিনিয়র সচিব/সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-	সভাপতি
(৩)	মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-	সদস্য
(৪)	মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-	সদস্য
(৫)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-	সদস্য
(৬)	প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-	সদস্য
(৭)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ-	সদস্য
(৮)	প্রতিনিধি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-	সদস্য
(৯)	অতিরিক্ত সচিব (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়-	সদস্য সচিব।

কমিটির কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় কমিটি গৃহ নির্মাণ সংক্রান্ত সামগ্রিক কর্মসূচির বাস্তবায়ন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৮। **ঘরের নকশা/ নমুনা:**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলন অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।

দুই কক্ষবিশিষ্ট বেডরুম	(প্রতি রুম- ১০X১০ ফুট)
রান্নাঘর ১টি-	(৭X৬ ফুট)
টয়লেট ১টি-	(৬X৬ ফুট)

৯। **বাসগৃহ নির্মাণে ব্যবহার্য উপকরণের বর্ণনাঃ**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্কলন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবেঃ

(১) ঘরের চালের ফ্রেমে মানসম্মত কাঠ ব্যবহার করতে হবে;

(২) ঘরের চালে গাঢ় নীল রংয়ের উন্নতমানের ঢেউটিন (কমপক্ষে ০.৪৬ মিমি পুরু) ব্যবহার করতে হবে;

(৩) ১ নং ইট ও উন্নতমানের বালি (এফএম ১.২) ব্যবহার করতে হবে;

(৪) নকশা অনুসারে ঘরের ২'(দুই ফুট) উঁচু পাকা ভিটি করতে হবে;

(৫) ভালো ব্রান্ডের সিমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;

(৬) সংযুক্ত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরজা, জানালা ও বারান্দায় উন্নতমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

অপর পাতা দ্র.

১০। **উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য প্রস্তাবিত ছক:**

নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ছক

১	উপকারভোগীর নাম	
২	পিতা/ মাতা/স্বামী/ স্ত্রীর নাম	
৩	উপকারভোগীর পেশা	
৪	জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (পরিচয় পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	
৫	উপকারভোগীর বয়স	
৬	জমির মালিকানা দলিল	
৭	গ্রাম	
৮	ইউনিয়ন	
৯	থানা/ উপজেলা	
১০	আবেদনকারীর মোট জমির পরিমাণ	
১১	প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য (তফশিল)	মোট জমি.....শতাংশ, দাগ নং....খতিয়ান নং.. মৌজা...................জে এল নং.............. ইউনিয়ন.................থানা/উপজেলা..........
১২	প্রস্তাবিত ভূমির চৌহদ্দি	পূর্বে......................পশ্চিমে................. উত্তরে....................দক্ষিণে..................

সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক মালিকানা সম্পর্কে প্রত্যয়ন:
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমোদন:

১১। **নির্দেশিকার পরিবর্তন ইত্যাদি:**

সরকার পরিস্থিতি বিবেচনায় এ নির্দেশিকার যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে। এ নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়ে যে কোন অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন বিষয় যা এ নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই সে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা আদেশ দেয়া যাবে।

১২। **নির্দেশিকার কার্যকারিতা:**

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোন অস্পস্টতা দেখা দিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারীকৃত কাবিটা ও টিআর কর্মসূচির নির্দেশিকা অনুসৃত হবে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ নির্দেশিকা জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৮/০৪/১৭

(এ কে এম টিপু সুলতান)
যুগ্মসচিব
(ত্রাণ কর্মসূচি-২অধিশাখা)।

অপর পাতা দ্র.

নং-৫১.০০.০০০০.৪২২.১৪.০১০.১৯.২০২ তারিখ ০৪ বৈশাখী ১৪২৬ ব.
১৮ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার,,...(সকল)।
৩। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপজেলা নিবাহী অফিসার, ... (সকল)।

(এ কে এম টিপু সুলতান)
যুগ্মসচিব
(ত্রাণ কর্মসূচি-২অধিশাখা)।